গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা।

পত্র সংখ্যা ০৩.০৩.২৬৯০.০৯২.১৮.০০২.২২- ৩২২

তারিখ ০৪/০৪/২০২২ খ্রিঃ

প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ বিজ্ঞপ্তি- ২০২২-২৩

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতায় উচ্চ শিক্ষায় (পিএইচডি এবং মাস্টার ডিগ্রী) "প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ" প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশের নাগরিকগণের নিকট থেকে নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে অনলাইনে আবেদনপত্র আহবান করা যাচ্ছে।

প্রয়োজনীয় শর্তাবলি ও নির্দেশনাঃ

১) বাংলাদেশের নাগরিক যারা ইতিপূর্বে বিদেশে কোন মাস্টার ডিগ্রী বা পিএইচডি করেননি বর্ণিত ফেলোশিপের আওতায় তারা মাস্টার ডিগ্রী বা পিএইচডির জন্য আবেদন করতে পারবেন। তবে, যারা ইতিপূর্বে বিদেশে কোন মাস্টার ডিগ্রী সম্পন্ন করেছেন, তারা পিএইচডির জন্য আবেদন করতে পারবেন। সরকারি চাকুরিজীবীর ক্ষেত্রে যাদের চাকুরি স্থায়ী হয়েছে শুধুমাত্র তারাই আবেদনের যোগ্য হবেন।

১.১) সরকারি কর্মকর্তার ক্ষেত্রে চাকরিতে প্রবেশের পর দেশে বা বিদেশে সরকারি সুবিধার আওতায় (প্রেষণে বা শিক্ষা ছুটিতে) কোন মাস্টার ডিগ্রী সম্পন্ন করে থাকলে পূণরায় মাস্টার ডিগ্রী সম্পন্ন করার নিমিত্ত ফেলোশিপের জন্য বিবেচিত হবেন না।

১.২) বেসরকারি প্রার্থীর ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে বিদেশে কোন মাস্টার ডিগ্রী সম্পন্ন করে থাকলে পূণরায় মাস্টার ডিগ্রী সম্পন্ন করার নিমিত্ত ফেলোশিপের জন্য বিবেচিত হবেন না।

১.৩) পিএইচডি সম্পন্নকৃত প্রার্থীর আবেদন ফেলোশিপের জন্য বিবেচিত হবে না।

২) আবেদনকারীকে প্রত্যাশিত ডিগ্রীর জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে নিঃশর্ত এডমিশন অফার (পূর্ণকালীন) [Unconditional offer letter (full time)] আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। উক্ত এডমিশন অফারে উল্লিখিত ভর্তির শেষ তারিখ ১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ এর মধ্যে হতে হবে। একাধিক অফার লেটারসহ আবেদন করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না এবং তা বাতিল বলে গণ্য হবে। । উল্লেখ্য যে, Post Graduate Diploma (PGD) leading to Masters (মাস্টার ডিগ্রীর ক্ষেত্রে) অথবা MPhil leading to PhD (পিএইচডি এর ক্ষেত্রে) এর অফার লেটার বিবেচনা করা হবে না।

৩) The Times Higher Education World University Overall Rankings 2022 অনুযায়ী মাস্টার ডিগ্রী এর জন্য ১ থেকে ২০০ এবং পিএইচডি এর জন্য ১ থেকে ১০০ এর মধ্যে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে অফার লেটার আনয়ন করতে হবে। আবেদনপত্র গ্রহণ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বর্ণিত র‍্যাংকিং এর বাইরে অথবা অন্য কোন র‍্যাংকিং বিবেচনা করা হবে না।

৪) ফেলোশিপের আওতায় অধ্যয়ন/ গবেষণার ক্ষেত্রসমূহঃ

উন্নত বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে মানব সম্পদ উন্নয়নে ফেলোশিপ প্রদানে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে প্রাধান্য দেয়া হবে;

Social Protection, Education, Women Empowerment, Public Health, Trade and Investment, Power and Energy, Finance and Economics, Public Sector Management, Legal and Security Studies, Environment and Climate Change, Information and Communication Technology, Diplomacy, Agriculture and Food Security, Applied Sciences (Biological, Medical science, Engineering, etc.

৪.১) ক্যাডার কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে অধ্যয়ন / গবেষণার বিষয় আবশ্যিকভাবে স্ব স্ব চাকরি সংশ্লিষ্ট হতে হবে;

৪.২) শিক্ষকদের ক্ষেত্রে অধ্যয়ন / গবেষণার বিষয় আবশ্যিকভাবে স্ব স্ব বিষয় সংশ্লিষ্ট হতে হবে।

৫) এ ফেলোশিপের আওতায় মাস্টার ডিগ্রীর জন্য সর্বোচ্চ ১৮ মাস এবং পিএইচডি ডিগ্রীর জন্য সর্বোচ্চ ৪ বছরের ফেলোশিপ প্রদান করা হবে। ফেলোশিপের মেয়াদবৃদ্ধি সংক্রান্ত কোন আবেদন বিবেচনা করা হবে না

৬) আবেদন গ্রহণের শেষ তারিখ পর্যন্ত কার্যকর (valid) TOEFL iBT/IELTS (Academic)/ PTE Academic স্কোর থাকতে হবে। IELTS (Academic) এর Overall/ সর্বমোট স্কোর হতে হবে ন্যূনতম ৬.৫,

TOEFL iBT এর Overall/ সর্বমোট স্কোর হতে হবে ন্যূনতম ৮৮ ও PTE Academic এর Overall/ সর্বমোট স্কোর হতে হবে ন্যূনতম ৫৯। উপর্যুক্ত স্কোর এর নিম্নে স্কোর প্রাপ্তগণ আবেদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। পিএইচডি আবেদনের জন্য English Proficiency Test score বাধ্যতামূলক নয়।

৭) আবেদন গ্রহণের শেষ তারিখে আবেদনকারীর বয়স অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর হতে হবে।

৮) অন্য কোন সরকারি/বেসরকারি/আন্তর্জাতিক বৃত্তি/ফেলোশিপপ্রাপ্ত প্রার্থীগণ এই ফেলোশিপের জন্য বিবেচিত হবেন না। তবে শর্ত থাকে যে, কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আংশিক বৃত্তি প্রাপ্তগণ আবেদন করতে পারবেন। তবে বৃত্তির তথ্য উল্লেখ পূর্বক সংশ্লিষ্ট কাগজ-পত্র আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে ফেলোশিপ নির্বাচন কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৯) ফেলোশিপের ফলাফল ঘোষণার পর ফেলোদের অধ্যয়নের সেশন পরিবর্তন, বিষয় পরিবর্তন, বিশ্ববিদ্যালয় পরিবর্তন এবং দেশ পরিবর্তনের কোন আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না। চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত/ মনোনীত প্রার্থীগণকে আবশ্যিকভাবে নির্ধারিত বিশ্ববিদ্যালয় ও নির্ধারিত সেশনে অংশগ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় তাঁর ফেলোশিপ বাতিল বলে গণ্য হবে।

১০) ফেলোশিপ প্রাপ্ত ব্যক্তি কাঙ্ক্ষিত অধ্যয়ন শেষে দেশে ফিরে ন্যূনতম ০২ বছর দেশে কর্মজীবন অতিবাহিত করবেন মর্মে দুই জন সাক্ষীর [সরকারি কর্মচারী (৫ম গ্রেড বা তার উর্ধ্বে) বা স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধির (সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/ কাউন্সিলর, পৌরসভার মেয়র, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান)] স্বাক্ষরসহ বিধি মোতাবেক ৬০০ (ছয়শত) টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে এই মর্মে বন্ড প্রদান করবেন যে, তিনি অধ্যয়ন শেষে দেশে ফেরত না আসলে ফেলোশিপ বাবদ গৃহীত সমুদয় অর্থ সরকারকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন। উল্লিখিত সাক্ষীগণও এই মর্মে পৃথক বন্ড দাখিল করবেন যে, সংশ্লিষ্ট ফেলো অধ্যয়ন শেষে দেশে ফিরে ০২ বছর কর্মজীবন অতিবাহিত না করলে তারা যৌথভাবে ৫,০০,০০০.০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা সরকারকে প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন। উল্লেখ্য, ফেলোশিপ প্রাপ্ত ব্যক্তি অধ্যয়ন শেষে দেশে ফেরত না আসলে তার বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১১) ফেলোশিপপ্রাপ্ত ব্যক্তির অধ্যয়নকালীন অন্যকোন দেশে বা বাংলাদেশে ভ্রমণ/ অবস্থান করার প্রয়োজন হলে তা পূর্বেই ফেলোশিপ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।

১২) তথ্য সংগ্রহ বা ইন্টার্নশিপ বা অধ্যয়নজনিত অন্য যে কোন কারণে একজন মাস্টার ডিগ্রী ফেলো এককালীন বাংলাদেশে সর্বোচ্চ ২ মাস এবং একজন পিএইচডি ফেলো এককালীন বাংলাদেশে সর্বোচ্চ ৪ মাস অবস্থান করতে পারবেন। এর বেশি অবস্থান করলে তিনি স্থানীয় হারে জীবনধারণ ভাতা প্রাপ্ত হবেন। তবে ব্যক্তিগত কারণে একজন ফেলো দুই সপ্তাহের বেশী বাংলাদেশে অবস্থান করতে পারবেন না। ব্যক্তিগত কারণে একজন ফেলো দুই সপ্তাহের বেশী বাংলাদেশে অবস্থান করলে সংশ্লিষ্ট ফেলো অতিরিক্ত সময়ে স্থানীয় হারে জীবনধারণ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

১৩) আবেদনকারী সরকারি কর্মকর্তা হলে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। অনলাইন সাবমিশনের পূর্বে নির্ধারিত ফরমের রেকমেন্ডেশন ও ফরওয়ার্ডিং এর জন্য নির্ধারিত স্থানে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সুপারিশসহ স্বাক্ষর থাকলেই নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করা হয়েছে মর্মে বিবেচিত হবে।

১৪) প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ গ্রহণকারী কোন ফেলো বা সরকারি কর্মকর্তা অধ্যয়নকালীন কোন দেশে নিজে বা স্পাউসের মাধ্যমে Permanent Residentship (PR) বা গ্রীনকার্ড বা নাগরিকত্বের আবেদন করতে অথবা PR / গ্রীনকার্ড বা নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে পারবেন না। এরূপ কেহ করলে তার ফেলোশিপ তৎক্ষণাত বাতিল করা হবে এবং তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হবে।

১৫) ইতোমধ্যে বিদেশে স্থায়ী বসবাসের জন্য নিজ বা স্পাউস অথবা পিতা মাতার মাধ্যমে আবেদন করেছেন বা অনুমতিপ্রাপ্ত হয়েছেন এরূপ ব্যক্তিগণ ফেলোশিপের জন্য বিবেচিত হবেন না।

১৬) এছাড়াও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত আদেশ/ পরিপত্র/ নীতিমালার শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।

১৭) আবেদনে কোন মিথ্যা তথ্য বা যে কোন ধরনের জালিয়াতি ফেলো নির্বাচন বা ফেলোশিপ এর যে কোন পর্যায়ে উদ্ঘাটিত হলে আবেদন/ ফেলোশিপ তাৎক্ষণিক বাতিল হিসেবে গণ্য হবে এবং তাঁর বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৮) প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ কর্তৃপক্ষ, ফেলোশিপ কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত যেকোন সময় প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপের যেকোন শর্ত (আর্থিক সুবিধাদিসহ) সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজন করতে পারবে।

১৯) প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপে প্রদত্ত আর্থিক সুবিধাদি:

প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপে নিম্নোক্ত আর্থিক সুবিধাদি প্রদান করা হবে;

(ক) সম্পূর্ণ টিউশন ফি, (খ) নির্ধারিত হারে মাস্টার্সের জন্য সর্বোচ্চ ১৮ মাস এবং পিএইচডির জন্য সর্বোচ্চ ৪৮ মাসের জীবনধারণ ভাতা, (গ) নির্ধারিত হারে স্বাস্থ্যবীমা ভাতা, (ঘ) এককালীন সংস্থাপন ভাতা, (ঙ) এককালীন শিক্ষা উপকরণ ভাতা এবং (চ) তৃতীয় দেশে একটি সেমিনারে অংশ গ্রহণ ব্যয়। ফেলোশিপের আওতায় প্রদেয় ভাতাদির নির্ধারিত হার গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের ওয়েব সাইটে (www.giupmo.gov.bd) প্রকাশ করা হবে।

২০) আবেদন প্রক্রিয়াঃ

১. আবেদনকারীকে ফেলোশিপ এর ওয়েবসাইট **pmfellowship.pmo.gov.bd** এ প্রবেশ করে Eligibility Test এ অংশগ্রহণ করতে হবে। Eligibility Test এ উত্তীর্ণ আবেদনকারী ফেলোশিপের ওয়েবসাইটে নিজের একটি ই-মেইল একাউন্ট ও মোবাইল ফোন নম্বর ভেরিফাইড একাউন্ট খুলতে পারবেন। উক্ত একাউন্টের মাধ্যমে একজন আবেদনকারী তার আবেদন তৈরি এবং জমা প্রদান করতে পারবেন। আবেদন জমা/ সাবমিট করার পূর্ব পর্যন্ত একাধিকবার আবেদন সংশোধন করা যাবে। আবেদন জমা দেয়ার পর আবেদনকারী আবেদনের একটি আইডি নম্বরসহ (application ID) ই-মেইল ও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে নিশ্চয়তাসূচক (Confirmation) বার্তা পাবেন। আবেদনকারীকে আবেদন নম্বরটি ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে। উক্ত আবেদন আইডি নম্বরটি আবেদনপত্র ট্র্যাকিং এবং ফেলোশিপ সংক্রান্ত পরবর্তী যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে।

২. অনলাইনে আবেদন জমাপ্রদান/সাবমিট এর পরে উক্ত আবেদনটির প্রিন্ট আউট নিতে হবে। এই প্রিন্ট আউটটি আবেদনের হার্ডকপি হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে আবেদনের হার্ডকপি এ কার্যালয়ে প্রেরণের প্রয়োজন নেই।

৩. তিনটি Applicant Category এর মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ করা হবে। বিসিএস ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাগণ "বিসিএস সরকারি কর্মকর্তা", অন্যান্য সকল সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তাগণ "নন বিসিএস সরকারি (বিসিএস ব্যতীত অন্যান্য)" এবং বেসরকারি ব্যক্তিবর্গের জন্য "বেসরকারি ক্যাটাগরি"তে আবেদন করতে পারবেন।

৪. আবেদন ফরমে Applicant Category নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিসিএস কর্মকর্তা ব্যতীত অন্যান্য সকল সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ 'নন বিসিএস সরকারি (বিসিএস ব্যতীত অন্যান্য)' ক্যাটাগরিতে বিবেচিত হবেন। যেমন: সকল সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়/ প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

৫. বেসরকারি ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে সরকারি এবং নন বিসিএস সরকারি ক্যাটাগরির নয় এমন সকল প্রার্থী আবেদন করতে পারবেন।

২১) অনলাইন আবেদনের শেষ সময়: ৩০ মে ২০২২, বাংলাদেশ স্থানীয় সময় রাত ১১.৫৯ মিনিট।

২২) অনলাইন আবেদনপত্রের সঙ্গে আবশ্যিকভাবে নিম্নোক্ত কাগজপত্র সংযুক্ত থাকতে হবে:

১. বিশ্ববিদ্যালয়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে নিঃশর্ত এডমিশন অফার (পূর্ণকালীন) Unconditional offer letter (full-time) এর PDF ভার্সন Upload করতে হবে

২. সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার স্বপক্ষে প্রমাণক হিসেবে সার্টিফিকেট ও মার্কসিট/ ট্রান্সক্রিপ্ট এর PDF ভার্সন সংযুক্ত/ Upload করতে হবে;

৩. Applicant's suitability for the scholarship, Purpose of selecting the particular subject/ topic and the university, linkage of proposed study to the development of Bangladesh, future prospects of utilizing the acquired knowledge through this study program এবং professional experience উল্লেখ করে ইংরেজিতে অনধিক ৫০০ শব্দে 'Statement of Purpose' নির্ধারিত স্থানে টাইপ করতে হবে। উক্ত 'Statement of Purpose' এর কোন অংশেই আবেদনকারীর নাম ব্যবহার করা যাবে না, তবে বর্তমান ও পূর্ববর্তী পদবি, কর্মস্থল ব্যবহার করা যাবে।